দৈনিক

18 FEB 2017

চট্টগ্রামে ড. জাফর ইকবাল

সরকার চাইলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না

চট্টগ্রাম ব্যুরো ●

একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকার যদি সিদ্ধান্ত নিত যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না, তাহলে ফাঁস হতো না।

বর্তমান প্রজন্মের জন্য এ ঘটনাকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মন্তব্য করে তিনি বলেন, রাষ্ট্র হিসেবে আমি একটা ভালো করে পরীক্ষা নিতে পারি না, এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে। গতকাল শুক্রবার নগরীর চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন মিউনিসিপ্যাল মডেল হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজে 'শব্দকল্পদ্রুম পিপীলিকা বাংলা উৎসবে' এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

জাফর ইকবাল বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর আমি চিন্তা করে পাই না। যে শিক্ষার্থী প্রশ্নপত্র ফাঁস দেখেনি, নিজের মতো করে পরীক্ষা দিয়েছে সে যখন দেখে একজন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

সরকার চাইলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) দিয়ে তার চেয়ে ভালো কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে তখন তার যে মনোবেদনা তাকে কীভাবে কী বলে সান্ত্বনা দেব সেটা ভেবে আমি কূল পাই না। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব– নিজের এমন দৃঢ় বিশ্বাসের পক্ষে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, মেডিক্যালের সর্বশেষ ভর্তি পরীক্ষায় তারা আমাকে ডেকেছিল। পরীক্ষা প্রক্রিয়া দেখার জন্য তারা একটি কমিটি গঠন করেছিল। পুরো মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়াটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তারা এত সুন্দর করে প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্নপত্র বিতরণ করেছেন এবং যে পরীক্ষা নিয়েছেন সেটা একদম ত্রুটিমুক্ত। এর থেকে সুন্দর করে পরীক্ষা নেওয়া আর সম্ভব নয়। কাজেই আমি এখন জানি, প্রশ্ন ফাঁস না করে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব। প্রশ্ন যদি ফাঁস হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে ওখানে কেউ না কেউ ফাঁস যেন না হয় সে দায়িত্ব নিতে রাজি নয়।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পেছনে নীতিনির্ধারকদের শিথিল মনোভাব ও জড়িতদের শাস্তি না হওয়াকে দায়ী করে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না, তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না। তার মানে ওই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়নি। আপনারা জানেন যে প্রশ্নপত্রের ভিন্ন ভিন্ন সেট থাকে। যেমন এ সেট, বি সেট, সি সেট ইত্যাদি। সব সেটই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

মূল পরিকল্পনার ভেতরে সমস্যা আছে দাবি করে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ছাপানো ও বিতরণ যার দায়িত্ব আমি তো দেখলাম না তার কোনো শাস্তি হতে। চাকরি চলে গেল বা দশ বছরের জেল হল। এত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে, তার গাফেলতির কারণে এ ঘটনাগুলো ঘটছে। আমি যদি দেখতাম, জড়িতদের জেল দেওয়া হচ্ছে তাহলে ধরে নিতাম যে এটা রোধ করার জন্য তারা আন্তরিক। কিন্তু কারো কোনো দায়দায়িত্ব নেই। এবং তারা ধরে নিয়েছেন যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে এবং এভাবে চলবে। এভাবে চলতে পারে না আসলে। দিনব্যাপী পিপীলিকা বাংলা উৎসবে নগরীর ১৭টি স্কুলের প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। সকালে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। দেশের ৮টি বিভাগে পর্যায়ক্রমে এ উৎসব হবে জানিয়েছেন আয়োজকরা। ভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ববোধ বাড়ানো ও ভাষাজ্ঞান রপ্ত করতেই এ উৎসবের আয়োজন করা হয় বলে আয়োজকরা জানান।